হুসাইন ইবনে মানসূর
হাল্লাজের জীবনি ।
আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া
১১নং খন্ড, মাকতাবাতুস সাফা
।

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله

মনছুর হাল্লাজের জিবনী।

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله

আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি' কারো বিরুদ্ধে এমন মতবাদ বা এমন কাজের কথা বলতে যা তার মধ্যে নাই বা যা সে করে নাই।

নাম; হুসাইন ইবনে মানছুর ইবনে মাহমী আল-হাল্লাজ আবু মুগীছ। এবং তাকে আব্দুল্লাহ ও বলা হত। তার দাদা ছিল অগ্নি পূজক। তার (দাদার) নাম ছিল মাহমী। সে ছিল পারস্যের বাইযা শহরের অধিবাসী।

মানছুর হাল্লাজ প্রথমে বাগদাদে আসে। আর মক্কায় বার বার আসা যাওয়া করত। প্রচন্ড ঠান্ডা ও গরমের সময়েও সে মসজিদে হারামে খোলা আকাশের নীচে বসে থকত। সারা বৎসর ব্যাপী সে নাস্তার সময় কিছু রুটি খেত ও পানি পান করত। সে জাবালে আবি-কুবাইসে প্রচন্ড গরম পাথরের উপর বসে থাকত। সে সূফী সম্রাটদের সংশ্রব গ্রহন করেছিল। যেমন; জুনাইদ ইবনে মুহাম্মদ, আমর ইবনে উসমান মাক্কী, আবুল হুসাইন নুরী।
খতীব বাগদাদী বলেন, সুফিরা মানছুর হাল্লাজের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছে। সুফিদের অধিকাংশই হাল্লাজকে তাদের দলভুক্ত মনে করত না। এবং তারা অসম্মত ছিল হাল্লাজকে তাদের মধ্যে গণণা করতে। কিছু সূফী হাল্লজকে তাদের অর্ন্তভূক্ত মনে করত। যেমন; আবুল আব্বাস ইবনে আতা বাগদাদী, মুহাম্মদ ইবনে খাফিফ সিরাজী, ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ নাছরাবাজী নাইছাবোরী। তারা মানছুর হাল্লাজের অবস্থা গুলোকে ছহীহ বলে প্রচার করত ও তার কথাগুলো লিখে রাখত। এমন কি ইবনে খাফিফ বলত; হাল্লাজ হচ্ছে আলেমে রব্বানী। আবু আব্দুর রহমান আস-সালামী বলেন; (তার নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন) আমি ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ নাছরাবাজীকে বলতে শুনেছি; কেউ হাল্লাজকে কোন কারণে তিরষ্কার করছিল,তখন সে বললঃ যাকে তোমরা নিন্দা করছ প্রকৃতপক্ষে নবী ও সিদ্দীক্বীনদের পরে যদি কোন মুয়াহ্হীদ থেকে থাকে তাহলে সে হচ্ছে হাল্লাজ। আবু আব্দুর রহমান বলেন আমি মনছুর ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমি শিবলীকে বলতে শুনেছি; সে বলত আমি এবং হাল্লাজ একই। তবে হাল্লাজ হচ্ছে প্রকাশ্যে আমি হচ্ছি গোপনে। এবং তার থেকে ভিন্ন আরেকটি বর্ণনা আছে তা হল; সে যখন হাল্লাজকে শুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখল তখন সে বলল, আমি তোমাকে পৃথিবী থেকে নিষেধ করি নাই।

খতিব বাগদাদী বলেন; যারা হাল্লাজকে সূফীদের অর্ন্তভূক্ত মনে করত না তারা হাল্লাজকে সম্পৃক্ত করত ধোকাবাজদের সাথে। এবং তারা মনে করত সে হচ্ছে একজন যিন্দিক। আর হাল্লাজ ছিল মিষ্ট ভাষী এবং সূফী তরীকার উপর তার অনেক কবিতা রয়েছে।

খতিব বাগদাদী বলেন, হাল্লাজের কতল পর্যন্ত তার বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। অথচ ফোকাহায়ে কেরাম এর ইজমার উপর ভিত্তি করেই তাকে কতল করা হয়েছে। সে ছিল একজন কাফির, যিন্দিক ও ধোঁকাবাজ। আর সূফীদের অধিকাংশ এই মতই পোষণ করতেন।

মানছুর হাল্লাজের বাহ্যিকতা ছুফিদের ধোকায় ফেলেছে। তারা তার অদৃশ্যের ব্যাপারে জানত না। কারণ; প্রথমে সে খুব ইবাদত করত; এবং সূলূকের লাইনে চলত। কিন্তু সে ছিল মূর্খ। তার কাজের কোন ভিত্তি ছিল না। তার বাহ্যিক অবস্থা ছিল তাকওয়ার উপর। এজন্যই সে ভালর চেয়ে খারাপটাই বেশী করত। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন-

من فسد من علماءنا :كان فيه شبه من اليهود: من فسد من عبادنا: كان فيه شبه من النصاري.

অথ্যাৎ, "আমাদের আলেমদের মধ্য থেকে যে ভ্রান্ত হয়ে যায় তার মাঝে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আর আবেদগণের মধ্য থেকে যে ভ্রান্ত হয়ে যায় তার মাঝে খৃষ্টানদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।"
আর এজন্যই হাল্লাজের মধ্যে হুলোলের (বান্দার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলার মিশ্রণ হওয়া) আক্বিদাহ প্রবেশ করেছিল।
মানছুর হাল্লাজ বিভিন্ন শহরে আসা যাওয়া করত এবং সে মানুষের সামনে নিজেকে একজন দায়ী হিসাবে প্রকাশ করত। এবং ছহীহ ভাবে প্রমাণিত আছে সে হিন্দুস্থানে এসেছিল এবং যাদু শিখিয়েছিল। এবং সে বলত আমি এর (যাদু) মাধ্যমে

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করি।[১] হিন্দুস্থানের লোকেরা তাকে মুগীছ (সাহায্যকারী) বলে ডাকত। ছুরকিছানের লোকেরা তাকে মুক্বীদ (খাদ্য দানকারী)বলে ডাকত। খুরাসান বাসীরা তাকে মুমাইয়িয (পার্থক্যকারী) বলে ডাকত। পারস্যবাসীরা তাকে আবু আব্দিল্লাহ যাহেদ বলে ডাকত। খুজেসতান বাসীরা তাকে আবু আব্দিল্লাহ যাহেদ হাল্লাজ আল-আসরার বলে ডাকত। আর বাগদাদ বাসীরা তাকে মুসতালাম বলে ডাকত। আর বসরাবাসীরা তাকে মুহাইয়্যির বলে ডাকত। মানছুরকে হাল্লাজ নাম করণের কারণ হচ্ছে, সে মানুষের গোপন বিষয় প্রকাশ করত। কেউ বলেন হাল্লাজ একবার কোন এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি আমার অমুক কাজগুলো করে দাও। অতপর ঐ ব্যক্তি বলল আমি তুলার বীজ বাছাই করতে ব্যাস্ত আছি। তখন মানছুর হাল্লাজ ঐ ব্যক্তিকে বলল, যাও আমি তোমার কাজ করে দিচ্ছি। ঐ লোকটি দ্রুত কাজ সমাপ্ত করে এসে দেখল মনছুর হাল্লাজ তুলা থেকে বীজ আলাদা করে বাছাই করে রেখেছে। বলা হয় হাল্লাজ সুরমার কাঠি দিয়ে ইশারা করলে তুলার বীজ আলাদা হয়ে যেত। (ইবনে কাছীর রহঃ) বলেন শয়তান তার সাথীদেরকে এ জাতীয় কাজে সাহায্য করে এবং তাদের মাধ্যমে কাজ নেয়। আর সে হুলোলের[২] বিশ্বাসী ছিল যা তার কবিতা থেকে বুঝে আসে।

جبلت روحك في روحي كما ... يجبل العنبر بالمسك الفنق ... فإذا مسك شيء مسني ... وإذا أنت أنا لا نفترق

১. তোমার রুহ আমার রুহে এমন ভাবে প্রবেশ করেছে, যেমনিভাবে মৃগনাভীর সাথে কোমল পানির মিশ্রণ হয়। সুতরাং যখন কোন জিনিস তোমাকে স্পর্শ করে তা যেন আমাকেই স্পর্শ করে। অতএব তুমিই আমি, আমাদের মাঝে কোন পৃথকতা নেই।

---

[1] যাদু একটি কুফুরী কাজ অথচ হাল্লাজ কোরআন সুন্নাহ ছেড়ে দিয়ে এ জাতীয় কুফুরীর দিকে মানুষকে আহবান করেছে যা স্পষ্ট কোরআন হাদীসের বিপরীত। দলিল,

আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারীমে স্পষ্ট ভাষায় বলেন,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (سورة البقرة 102)

আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।' এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা স্বামীও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আলাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা বুঝত।

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (سورة يونس82)

অতঃপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদেরকে বলল, 'তোমরা যা ফেলবার ফেল'। অতঃপর যখন তারা (তাদের রশি ও লাঠি) ফেলল, তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা আনলে, তা যাদু। নিশ্চয় আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের আমল পরিশুদ্ধ করেন না'। আর আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (سورة طه73)

নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে যাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'।

[2] হুলুল হলো, আল্লাহ তায়ালা ও বান্দার অস্তিতকে এক মনে করা। যা সকলের ঐক্যমতে স্পষ্ট শিরক। (তাফসীরে ইবনে কাছীর। সুরাঃ ক্বফ' এর ১৬নং আয়াতের ব্যাখ্যা।)

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله

وقوله ... مزجت روحك في روحي كما ... تمزج الخمرة بالماء الزلال ... فإذا مسك شيء مسني ... فإذا أنت أنا في كل حال

২. তোমার রুহ আমার রুহের সাথে এমন ভাবে মিশ্রণ ঘটেছে যেভাবে পানির মিশ্রণ ঘটে রঙ্গের সাথে। সুতরাং যখন কোন জিনিস তোমাকে স্পর্শ করে তা যেন আমাকেই স্পর্শ করে। অতএব সর্ব অবস্থায় তুমিই আমি, এবং আমিই তুমি ।

وقوله أيضا ... قد تحققتك في سر ... ي فخاطبك لساني ... فاجتمعنا لمعان ... وافترقنا لمعان ... إن يكن غيبتك التعظي ... م عن لحظ العيان ... فلقد صيرك الوج ... د من الأحشاء دان

৩. নিঃসন্দেহে আমিই তুমি , সুতরাং তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করা মানেই হচ্ছে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করা। এবং তোমার একাত্ব মানেই হচ্ছে আমার একাত্ব, এবং তোমার অবাধ্যতা মানেই হচ্ছে আমার অবাধ্যতা।

وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج ... أريدك لا أريدك للثواب ... ولكني أريدك للعقاب ... وكل مآربي قد نلت منها ... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب ...

فقال بانن عطاء قال هذا ما تزايد به عذاب الشغف وهيام الكلف واحتراق الأسف فإذا صفا ووفا علا إلى مشرب عذب وهاطل من الحق دائم سكب وقد أنشد لأبي عبدالله بن خفيف قول الحلاج ... سبحان من أظهر ناسوته ... سرسنا لاهوته الثاقب ... ثم بدا في خلقه ظاهرا ... في صورة الآكل والشارب ... حتى قال عاينه خلقه ... كلحظة الحاجب بالحاجب ...

فقال ابن خفيف علا من يقول هذا لعنه الله فقيل له إن هذا من شعر الحلاج فقال قد يكون مقولا عليه وينسب إليه أيضا ... أوشكت تسأل عني كيف كنت ... وما لاقيت بعدك من هم وحزن ... لا كنت لا كنت إن كنت أدري كيف كنت ... ولا لا كنت أدري كيف لم أكن ...

قال ابن خلكان ويروى لسمنون لا للحلاج ومن شعره أيضا قوله ... متى سهرت عيني لغيرك أو بكت ... فلا أعطيت ما أملت وتمنت ... وإن أضمرت نفسي سواك فلا زكت ... رياض المنى من وجنتيك وجنت ... ومن شعره أيضا ... دنيا تغالطني كأن ... ي لست أعرف حالها ... حظر المليك حرامها ... وأنا أحتميت حلالها ... فوجدتها محتاجة ... فوهبت لذتها لها ...

وقد كان الحلاج يتلون في ملابسه فتارة يلبس لباس الصوفية وتارة يتجرد في ملابس زرية وتارة يلبس لباس الأجناد ويعاشر أبناء الأغنياء والملوك والأجناد وقد رآه بعض أصحابه في ثياب رثة وبيده ركوة وعكازة وهو سائح فقال له ما هذه الحالة يا حلاج فأنشأ يقول ... لئم أمسيت في ثوبي عديم ... لقد بليا على حر كريم ... فلا يغررك أن أبصرت حالا ... مغيرة عن الحال القديم ... فلي نفس ستتلف أو سترقى ... لعمرك بي إلى أمر جسيم ... ومن مستجاد كلامه وقد سأله رجل أن يوصيه بشيء ينفعه الله به فقال عليك نفسك إن لم تشغلها بالحلق وإلآ شغلتك عن الحق وقال له الرجل عظني فقال كن مع الحق بحكم ما أوجب

(ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন), হাল্লাজ শেষে স্থির থাকতে পারেনি । এবং সে ভুলে পতিত হয়েছে এবং সে বক্রপথ অবলম্বন করেছে,গোমরাহী ও বিদআতে লিপ্ত হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাই।

আবু আবদুর রহমান সালামী আমর ইবনে উসমান মাক্কী থেকে বর্ণণা করেন, তিনি বলেন, আমি হাল্লাজের সাথে মক্কার কিছু জায়গায় হাটছিলাম ও কোরআন তিলাওয়াত করছিলাম হাল্লাজ আমার তিলাওয়াত শুনে বলল **কোরআনের মত আমিও বলতে পারি**। অতপর আমি তার থেকে পৃথক হয়ে গেলাম। খতীব বাগদাদী বলেন মাসউদ ইবনে নাসের বর্ণণা করেন, ইবনে বাকু সিরাজী থেকে বর্ননা করেন, আমি আবু যুর'আ তাবারী থেকে শুনেছি তিনি বলেন, মানুষ এর মধ্যে কেউ হাল্লাজকে গ্রহন করেছে আবার কেউ প্রত্যাখান করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া রাজী বলেন, আমি শুনেছি আমর ইবনে ওসমান হাল্লাজকে লানাত করেছে এবং সে বলত আমার শক্তি থাকলে হাল্লাজ কে আমি নিজ হাতে হত্যা করতাম। আমি তাকে বললাম হাল্লাজকে কিসের উপর পেয়েছ? সে বলল আমি কোআনের আয়াত তিলাওয়াত করলাম, তখন সে বলল, আমি ক্ষমতা রাখি এমন কোরআন লিখতে এবং বলতে। আবু যুর'আ তাবারী বলেন আমি আবু ইয়াকুব আকতাহ্ কে বলতে শুনেছি, সে বলল আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দিলাম, যখন সুলুকের লাইনে হাল্লাজের সুন্দর পদ্ধতি ও প্রচন্ড চেষ্টা দেখলাম। তার কিছুদিন পরে আমার কাছে বিকশিত হল যে সে হল একজন যাদুকর ও ধোঁকাবাজ ভেল্কীবাজ ও কাফের। ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, এই বিবাহ মক্কায় হয়েছিল। মেয়ের নাম ছিল উম্মুল হুসাইন বিনতে আবু ইয়াকুব আক্‌তা। মেয়েটির ঘরে একটি সন্তান হয়ে ছিল যার নাম আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে মানসুর। আহমদ (হাল্লাজের পুত্র) তার বাবার জীবনিতে ঐ কথাগুলোই উল্লেখ করেছেন যেগুলো খতীব বাগদাদী বলেছেন।

আবুল কাসেম কুশায়রী তার রেসালায় উল্লেখ করেছেন হেফজ কুলুবুল মাশায়েখ অধ্যায়ে যে, আমর ইবনে ওসমান মক্কায় হাল্লাজের নিকট গিয়েছিল। তখন সে একটি পাতায় কিছু লিখছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, এটা কি? সে বলল, **"ইহা কেরআনের বিপরীত লিখা হচ্ছে।"** কুশায়রী বলেন অতপর হাল্লাজের জন্য বদ দু'আ করা হল। এরপর সে আর সফল হতে পারেনি। আর ইয়াকুব আক্‌তা হাল্লাজের সাথে তার মেয়ের বিবাহের ব্যপারটি অস্বীকার করল । আমর ইবনে ওসমান চিঠি লিখে বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিল যাতে মানুষদেরকে হাল্লাজের ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। অতপর হাল্লাজ বিভ্রান্ত অবস্থায় শহরে ঘুরতে লাগল। আর লোকদের সামনে নিজেকে আল্লাহর দিকে আহবানকারী হিসাবে প্রকাশ করত। আর এতে বিভিন্ন ভেল্‌কির সাহায্য নিত। এভাবেই সে চলতে ছিল। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তার এই অনিষ্ঠতা থেকে রক্ষা করল শরীয়াতের ফায়সালায় তাকে হত্যা করে। যে ফায়সালা জিন্দিক ছাড়া অন্য কারো উপর হয় না। আর হাল্লাজ কোরআনের উপর আক্রমন করেছিল। আর সে তা করতে চেয়েছিল হারাম শরীফে অথচ আল্লাহ তা'আলা জিব্রাইলের মাধ্যমে নাযিল করেছেন, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
এখানে (মসজিদে হারামে) যে-ই সততা থেকে দূরে গিয়ে জুলুমের পথ অবলম্বন করবে তাকেই আমি যন্ত্রনাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব। (সূরাঃ হজ্ব ২০)

হাল্লাজের এই কাজের আর কি কাজ এমন হতে পারে যা সত্য থেকে দূরে সরায় তার কাজগুলি মক্কার কাফের কুরাইশদের কাজের সাথে সদৃশ্য রাখে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

যখন তাদের সামনে আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে আমরা তা শুনলাম, আমরা যদি চাই তাহলে এই কোআনের মত আমরাও কিছু বলতে পারি। এতো সেই সব পুরনো কাহিনী যা আগে থেকে লোকেরা বলে আসছে (সূরাঃ আনফাল, ৩১)[3]

---

[3] এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াত উপস্থাপন করছি,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে, অথবা বলে, 'আমার উপর ওহী প্রেরণ করা হয়েছে', অথচ তার প্রতি কোন কিছুই প্রেরণ করা হয়নি? যে বলে 'আমি অচিরেই নাযিল করব, যেরূপ আল্লাহ নাযিল করেছেন'। আর যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), 'তোমাদের জান বের কর। আজ তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তোমরা তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করতে। (সূরা আনআম: ৯৩)

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله

(أشياء من حيل الحلاج)

হাল্লাজের ভেল্কিবাজী

(হাল্লাজের কিছু ভেল্কিবাজী): খতীব বাগদাদী রহ: বর্ননা করেন, হাল্লাজ তার সহযোগীদের মধ্য থেকে বিশেষ একজনকে নির্দেশ দিল পাহাড়ি এলাকার বাহিরে যেতে। আর সেখানে গিয়ে প্রথমে বেশী বেশী ইবাদাত ও দুনিয়া বিমুখতা যেন প্রকাশ করে। কারন মানুষ যখন তার ইবাদত দেখবে তাকে তারা গ্রহন করে নিবে ও বিশ্বাস করে নিবে যে এই লোকটা খুবই ভাল। এই অবস্থা তৈরী হলে সে যেন প্রকাশ করে যে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। লোকেরা তার চিকিৎসা করতে চেষ্টা করলে যেন তাদের বলে হে কল্যানের জামাত, তোমাদের এই চেষ্টার কোন ফায়দা হবেনা। এর কিছুদিন পর যেন প্রকাশ করে যে সে রাসূল (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছে। এবং রাসূল (সাঃ) তাকে বলেছে কতুবের সাহায্য ছাড়া তুমি সুস্থ্য হবে না। অচিরেই কুতুব সাহেব তোমার কাছে আসবে অমুক মাসের এই দিনে। তার গুণসমূহ হবে এমন এমন। **হাল্লাজ তাকে বলল ঐ সময় আমি তোমার কাছে আসব।** অতপর লোকটি ঐ শহরে চলে গেল এবং অনেক ইবাদত করে নিজেকে প্রকাশ করল ও কোরআন পাঠ করত। কিছুদিন এভাবেই থাকল। লোকেরা তাকে পছন্দ করল এবং অনেক ভালবাসল। হঠাৎ একদিন সে প্রকাশ করল যে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিছু সময় এ অবস্থায় থাকার পর সে প্রকাশ করল যে আমি পঙ্গু হয়ে গিয়েছি। তখন ঐ এলাকার লোকেরা তাকে সবধরনের চিকিৎসা করাল। কিন্তু এতে কোন ফল পাওয়া গেলনা। তখন সে লোকদের ডেকে বলল, ওহে কল্যানের জামাত তোমরা যা করছ এতে আমি সুস্থ্য হবনা কারন আমি স্বপ্নে দেখেছি রাসূল (সাঃ) আমাকে ঘুমের ঘরে বলছেন তোমার সুস্থতা অমুক কুতুবের হাতে। অচিরেই সে তোমার কাছে আসবে। তখন লোকেরা তাকে প্রথমে মসজিদে না নিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেল। কিন্তু পরে তাকে অনেক সম্মান করতে শুরু করল অতপর হাল্লাজের বেধে দেওয়া সময়ে হাল্লাজ এ শহরে গোপনে প্রবশ করল। তার গায়েছিল সাদা রংয়ের পশমি পোষাক। সে মসজিদে প্রবেশ করল এবং একটি কোনে বসে ইবাদত করতে লাগল আর সে কারো দিকে তাকাত না। হল্লাজের সাথীর বর্ণনাকৃত গুন অনুপাতে লোকেরা তাকে চিনল। তার সাথে মুসাফা করল, সালাম দিল ও সম্মান করল এবং অন্ধ ব্যক্তিকে তা জানানো হল। সে বলল তার গুনগুলি বর্ণনা কর। লোকেরা গুণ বর্ণনা করলে সে বলল এ তো ঐ ব্যক্তি যার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) আমকে বলেছেন যে, তোমার সুস্থতা অমুক কুতুবের হাতে। সুতরাং তোমরা আমাকে ঐ ব্যক্তির কাছে নিয়ে চল। লোকেরা তাকে নিয়ে গেল। তাকে চিনল এবং বলল হে আল্লাহর বান্দা, রাসূল (সাঃ) স্বপ্নে আমাকে আপনার কথা বলেছেন। পুরো স্বপ্নের কথা সে বলল হাল্লাজ তা শুনে দুহাত দুআর জন্য উপরে উঠাল এবং তার জন্য দু'আ করল। তারপর তার লালা নিয়ে অন্ধ ব্যক্তির চোখে লাগালে তার চোখ এমন ভাবে ভাল হল যেন পূর্বে তার চোখ অন্ধই ছিলনা এমন মনে হল। অতপর তার লালা পঙ্গু ব্যক্তির পায়ে লাগালে সাথে সাথে সে ভাল হয়ে হাটতে লাগল যেন ইতপূর্বে তার কোন রোগই ছিল না। সেখানে ঐ এলাকার লোক সকল ও এলাকার আমীর উপস্থিত ছিল তখন লোকেরা জোরে চিৎকার করে উঠল এবং তাকবির দিয়ে প্রকম্পন সৃষ্টি করল এবং তাসবিহ পাঠ করল। আর লোকেরা হাল্লাজকে অনেক অনেক সম্মান করতে লাগল। এ এলাকার লোকেরা হাল্লাজকে এত বেশী ভালবেসে ফেলল যে, সে যা চাইত তা তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেল। হাল্লাজ ঐ এলাকা থেকে চলে যাওয়ার ইচ্ছে করল। তখন লোকেরা তাকে অনেক মাল জমা করে দিতে চাইলে সে বলল, আমি এই এলাকায় পৌছেছি দুনিয়াকে পরিত্যাগের মাধ্যমে। সুতরাং আমার ধন সম্পদের প্রয়োজন নেই তবে তোমাদের ঐ সাথীর প্রয়োজন থাকতে পারে কেননা তার অনেক অবদাল সাথী রয়েছে যারা জিহাদ করে হজ্ব করে এবং সদকা করে। তখন ঐ অন্ধ ব্যক্তি (হাল্লাজের সাথী) বলল হা' আমাদের শাইখ সত্য বলেছেন যার মাধ্যমে আল্লাহ আমায় দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং আমি বাকী জীবন জিহাদে কাটাব এবং বাইতুল্লায় আমার আবদাল সাথীদের সাথে হজ্বের মাধ্যমে , অতপর হাল্লাজ লোকদের কে উদ্ধুদ্ধ করলেন তার সাথীকে মালা দিতে। অতপর হাল্লাজ ঐ স্থান ছেড়ে চলে গেল। আর ঐ লোক কিছুদিন লোকদের মাঝে থেকে অনেক সম্পদ একত্রিত করে হাল্লাজের কাছে চলে আসল এবং দুজন এগুলোকে বন্টন করে নিয়েছিল।[4]

[4] আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের সাথে ধোকবাজী করে সে আমার উমত্তের অন্তর্ভূক্ত না।

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله أو نتحمل عليه في أقواله وأفعاله

আব্দুর রহমান সালামী বলেন আমি ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ওয়ায়েজ থেকে শুনেছি যে আবু বকর ইবনে মামশাজ বলেন দায়নুয়ে আমাদের কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হল যার ঘাড়ে সবসময় একটি গাট্টি ঝুলানো থাকত। তার গাট্টি থেকে আমরা তালাশ করে একটি হাল্লাজের চিঠি পেয়েছি। যার হেডলাইন ছিল রাহমানুর রাহিম এর পক্ষ থেকে(লেখা চিঠি) অমুকের নিকট। অতপর ঐ লোক ও চিঠিসহ ইরাকে পাঠানো হল। হাল্লাজকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তা স্বীকার করল যে, এই চিঠি তার নিজের লেখা। তখন বাগদাদের লোকেরা তাকে বলল তুমি (ইতিপূর্বে) নবী দাবী করেছিলে,[৫] এখনতো

11046– أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلاَلٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَقَالَ :«كَيْفَ تَبِيعُ ». فَأَخْبَرَهُ فَأُوحِىَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– :«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ ».

আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল সাঃ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যিনি খাবার বিক্রি করে অতপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, (তুমি কিভাবে খাবার বিক্রি কর?) সে উত্তর দিল। অতপর রাসূল সাঃ এর কাছে এই মর্মে ওহী করা হল,যে আপনি তার পাত্রে হাত প্রবশ করান। অতপর যখন পাত্রে হাত প্রবেশ করাল তখন তিনি সাঃ দেখলেন তা (ওজন বেশী হওয়ার জন্য) জিজানো হয়েছে। অতপর রাসূল সাঃ তাকে বললেন, «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ »: সে মুসলিমদের অন্তর্ভূক্ত নয় যে মানুষকে ধোকা দেয়।(আস-সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী=১১০৪৬)

(এ ছাড়াও রয়েছে, আবু দাউদ=**3454**, **ইবনে মাজাহ=2224** ,**তিরমীজি= 1315 সনদ সহীহ**।)

[5] মুহাম্মদ সাঃ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, কিন্তু ভন্ড কাদিয়ানীরা অস্বীকার করে। তাদের সম্পর্কে বিশ্বের সকল ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হল, তারা কাফের। কারণ, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ঠ ভাষায় নবুয়তের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেন যে,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورة الأحزاب**40**)

মুহাম্মাদ সাঃ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আলাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আর আলাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। এছাড়াও একাধিক সহীহ হাদীস ও উম্মতের সকল ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে রাসূল সাঃ হলেন সর্বশেষ নবী। যেমন,

3455 – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

আবু হাযেম বলেন যে, আমি আবু হুরাইরা রাঃ এর সাথে পাঁচ বছর থেকেছি, আমি তাঁর থেকে শুনেছি, তিনি রাসূল সাঃ থেকে বর্ণণা করেছেন, রাসূল সাঃ বলেছেন যে, নবীগন আঃ বনী-ইসরাইলদেরকে শাসন করেছেন যখন কোন নবী মারা যেতেন তখন আরেক জন নবী তাদেরকে শাসন করত। আর জেনে রাখ, আমার পরে আর কোন নবী নেই। এবং অচিরেই খলিফাদের আর্বিভাব হবে পর্যায়ক্রমে তারা অনেক হবে তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম রাঃ) বললেন হে আল্লাহর রাসূল সাঃ সে ক্ষেত্রে আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? আল্লাহর রাসূল সাঃ বললেন, তোমরা পর্যায়ক্রমে খলিফাদের বাইয়াত ও তাদের হক পূরণ করবে কেননা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন।
(সহীহ বুখারীঃ ৩৪৫৫, সহীহ মুসলিমঃ৪৮৭৯)

2219 – حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان وأنه سيكون في أمتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي

قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

দেখা যাচ্ছে তুমি ইলাহ দাবি ও রব দাবি করছ![৬] সে বলল না, কিন্তু আমার কাছে তো শুধু জমাকৃত, আর লেখকতো একমাত্র আল্লাহই, অন্য কেউ না। আমিতো একটি যন্ত্রমাত্র। তখন তাকে বলা হল তোমার সাথে এই মতের আর কেউ আছে কি? তখন সে বলল হ্যাঁ আছে ইবনে আতা এবং আবু মুহাম্মদ হারিরিও আবুবকর শিবলী। আবু হারিরিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল হাল্লাজের কথা শাস্তিযোগ্য। শিবলীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল যে এমন বলবে তাকে বাধা দেওয়া হবে। এমনকি এই চিঠিই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়ায়। আবু আব্দুর রহমান সালামী মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান রাজী থেকে বর্ণনা করেন ওজীর হামেদ আব্বাস যখন হাল্লাজকে উপস্থিত করলেন তখন হাল্লাজকে তার আক্বীদার ব্যপারে জিজ্ঞেস করলে সে তার আক্বীদার কথা স্বীকার করেছে। অতপর তা লিখে ইরাকের ফুকাহায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করা হল। তখন ইরাকের ওলামাগন ঘোষনা করলেন এবং তা লিখে ওজীরের কাছে পাঠানো হল। অতপর অজীর ইবনে আতাকে তার বাড়িতে ডেকে নিলেন এবং মজলিসের মাঝে বসিয়ে ইবনে আতাকে হাল্লাজের আক্বীদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন ইবনে আতা বলল, যে ব্যক্তি এমন কথা বলে তার কোন আক্বীদা নেই। তখন ইবনে আতা অজীরকে বলল তোমার কি হল? এই ওলীদের নেতার কথায়। তখন অজীর, ইবনে আতার চোয়াল কেটে ফেলার নির্দেশ দেয় এবং তার মাথায় আঘাত করতে নির্দেশ দেয় এভাবে তাকে মারতে থাকে। তার কিছুদিন পর তার হাত পা কেটে ফেলা হয়। সাতদিন পর সে মৃত্যুবরণ করে।[৭] বাগদাদের উলামায়ে কিরাম হাল্লাজের কুফরির ব্যপারে ঐক্যমত পোষন করেছেন উল্লেখ্য যে, ঐ

ছাওবান রাঃ হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ততক্ষন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষন পর্যন্ত না আমার উম্মতের মধ্য থেকে অনেক দল মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষন পর্যন্ত না তারা মূর্তির পূজা করবে, আর অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তারা প্রত্যেকে ধারণা করবে সে একজন নবী, অথচ আমিই সর্বশেষ নবী আমার পরে আর কোন নবী আসবে না। (তিরমিজী ' হাদিস নং ২২১৯; আবু ঈসা বলেন, হাদিসটি, হাসান, সহীহ পর্যায়ের।)

এ ছাড়াও হাদিসটি রয়েছে,আবু দাঊদ= 4218,4219 তিরমীজি=1739 ,1747 ,1748 নাসায়ী=5215 ,5220 , 5295,5299 . বুখারী=5878 .মুসলিম=5610)

[6] আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তির রব দাবি করা যে শির্ক তা সূর্যের চেয়েও স্পষ্ট। ১১ নাম্বার রেফারেন্সে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। **তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই**। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল-াহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। (সূরা আ'রাফ: ১৫৮)

[7] এ বিষয়টিও একেবারেই স্পষ্ট যে, কোন কুফুরী বা শিরকে যখন কেউ সমর্থন করে তখন তার উপরও উক্ত হুকুম আরোপিত হয়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত দেন না। (সূরা মায়েদা: ৫১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম। (সূরা তাওবাহ:২৩)

দ্বিতীয় কথা হল, যদি কুফুরীকে সমর্থন করার কারণে কাফের না হত, তাহলে তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম, ফুকাহায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহ মুফাস-সীরানে কেরাম তাদের একজন হলেও ইবনে আতার হত্যার বিরোধিতা করত। তাদের কারো পক্ষ হতে বিরোধিতা না হওয়াটাও এটা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল বর্তমানেও সেই মুরতাদ, ধোকাবাজ,জঘন্যতম ভন্ড হাল্লাজের অনুসারী আছে কিনা?
এর উত্তরে আমি বলব, পূর্বেও যেমনিভাবে শয়তান হাল্লাজের অনুসারী ছিল ঠিক তেমনিভাবে বর্তমানেও তার অভাব নেই। আর এটা যেমন পূর্বেও পীরতন্ত্রে ছিল বর্তমানেও সমস্ত পীরতন্ত্রের ফেরকার মধ্যেই আছে। ভন্ডদের বইতে তো আছেই, এছাড়াও যারা হক দাবিদার পীর তাদের বইতে ও বক্তৃতার মধ্যে কোন অভাব নেই। যেমনঃ
চরমোনাইর পীর ফজলুল করিম এর বয়ান সংকলন মাওয়ায়েযে কারীমিয়া ৩য় খন্ডের ৮২নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ ‘‘বাবারে ফেরআউন বলেছিল আনাল হক, আর মনছুরও বলেছিলেন আনাল হক। মনছুর আনাল হক বলে আল্লাহর অলী হয়ে গেছেন, আর ফেরআউন আনাল হক বলেছিল কাফের হয়ে চিরতরে জাহান্নামী হয়েছে। আরে, ফেরআউন নিজের থেকে আনাল হক বলেছিল, নিজের দিকে চেয়ে বলেছিল। আর মনছুর নিজেকে হারিয়ে বলেছিলেন। মনছুর হাল্লাজ বলতেন আমি তো আনাল হক বলি না। আমার মাওলায় বলেন,
‘‘আরে বল আনাল হক, – বল, আনাল হক। যখনই চোখ বন্ধ করি তখনই আমার মাশুকে বলেন –আরে, বল,আনাল হক,(আমি আল্লাহ)।
তবে এ বিষয়টিও পরিষ্কার যে, হাল্লাজ শুধুমাত্র আনাল হক বলার কারণে কাফের নয় বরং সে আরো একাধিক কারণে মুরতাদ হয়েছে, যা মূল বর্ণণার মাঝে যথাযথ ভাবে উল্লেখ আছে।
এছাড়াও বাংলাদেশের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা তার নুরুল ইসলাম ওলীপুরীও সেই বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তার বিভিন্ন মাহফিলে যুক্তির অপব্যবহার করে মুরতাদ হাল্লাজকে জনসাধারণের সামনে (যারা কুরআন, হাদিস,ইতিহাস থেকে অজ্ঞ) অলী বলে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেন কোমড়ে গামছা বেধে নেমেছে।
আমি বলি অলি ঠিক কিন্তু শয়তানের অলী। কারণ আল্লাহ তায়ালা কোরআনে দুই ধরনের অলীদের কথা উল্লেখ করেছেন,
১. আল্লাহ সুবঃ তায়ালার অলী।
২. অভিশপ্ত শয়তানের অলী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের অলীর বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। (সূরা নিসা: ৭৬)

অবশেষে আমি বলব,
যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যখনই মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ তথা হক্বের দিকে আহ্বান করা হতো, তখনই তারা পূর্ব পুরুষ ও আকাবিরদের দোহাই দিয়ে বলতো ঃ ‘এটা পূর্বপুরুষ হতে চলে এসেছে, অমুক অমুক বড় বড় বুযুর্গ এ কাজ করেছেন, তারা কি কম বুঝেছেন? যেমন:
হযরত নূহ (আ:) যখন তার জাতীকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেনঃ

فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: “সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্ড়ির আশঙ্কা করি। (আরাফ, ৭: ৫৯)
তখন তার কওম উত্তরে বললঃ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

অর্থ: “তারা বলল: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে। (নূহ, ৭১: ২৩)
এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নূহ (আ:) তার জাতীকে শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তিনি কারো নাম নেন নাই, কিন্তু তার জাতী সাধারণ মানুষদেরকে উত্তেজিত করার জন্য তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল-াহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো।
এমনিভাবে হযরত সালেহ (আ:) যখন তার কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন ঃ

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: “আর সামুদ জাতি প্রতি তাদের ভাই সালেহ কে প্রেরণ করি; তিনি বললেন-হে আমার জাতি। আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই।” (হুদ, ১১: ৬১)

তখন তার কওম উত্তরে বললঃ

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

অর্থ: "তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।" (হুদ, ১১: ৬২)

এমনিভাবে হযরত শোইয়াব (আ:) যখন তার কওম কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন ঃ

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: "আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আ:) কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন-হে আমার কওম! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। (হুদ, ১১: ৮৪)

তখন তার কওম উত্তরে বললঃ

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

অর্থ: "তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আ:) আপনার নামায কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? (হুদ, ১১: ৮৭)

ঠিক বর্তমানেও যখন কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বিভিন্ন শিরক-বেদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে সাবধান করা হয়, তখনও একই কথা বলা হয় যে আমরা এ কাজটা যুগ যুগ ধরে করে এসেছি, পূর্বপুরুষরা করে গেছে, অমুক অমুক বড় বড় আলেমরা করে গেছেন ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ভ্রান্ড় উত্তর সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সাবধান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

অর্থ: "আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে কিছু বড় বড় অপরাধী সর্দার (আকাবের) নিয়োগ করেছি-যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ড় তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (আনআ'ম, ৬:১২৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

অর্থ: "বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।" (যুখরুফ, ৪৩ : ২২)

বর্তমানেও বিভিন্ন পীরের মুরীদদেরকে যখন হক্বের দাওয়াত বা কুরআন-হাদীসের কথা বলা হয়, তখন তাদের বলতে শুনা যায় : 'আমরা এই পীর-বুযুর্গদের মাধ্যমেই দ্বীন পেয়েছি, আমরা তাদের ত্বরীকায় আছি, থাকবো (যদিও তা কুরআন-হাদীসে না থাকে)।'

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ . قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

অর্থ: "এমনিভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি। সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না।" (যুখরুফ, ৪৩: ২৩-২৪)

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষরা কি ভূল করেছে?

তাহলে তার উত্তর হলো যা মূসা আ: ফেরআউনকে বলেছিলেন। যখন ফেরআউনকে মূসা আ: রবের দাওয়াত দিলেন তখন ফেরআউন তাকে বলল,

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (سورة طه52)

সময় বাগদাদ ছিল ইলমের কেন্দ্র। খতীব বাগদাদী বলেন, হাল্লাজ শেষবারের মতো বাগদাদে এসেছিল এবং সূফীদের সঙ্গ দিয়েছে। বাগদাদের অজীর হামিদ ইবনে আব্বাস এর কাছে এই সংবাদ পৌছল যে হাল্লাজ অনেক মানুষদেরকে গোমরাহ করছে এবং লোকদের কাছে এটাও ছড়াচ্ছিল যে, সে মৃতকে জীবন দিতে পারে[8]। জ্বীনরা তার খেদমত করে এবং যে যা চায় তা উপস্থিত করে দেয়। এবং আলী ইবনে ঈসার কাছে এক বক্তির নাম আলোচনা করা হলো, যাকে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে কানাবী কাতেব বলা হতো। সে হাল্লাজের ইবাদত করত এবং মানুষদেরকে তার আনুগত্যের গিকে আহবান করত। তখন মুহাম্মদ ইবনে আলী কানায়ীকে গেফতার করা হলে এ বিষয়গুলো সে স্বীকার করল। গ্রেফতারের সময় কানায়ীর বাড়ী থেকে হাল্লাজের কিছু লেখা পাওয়া যায় । যেগুলো স্বর্ণপানী দ্বারা লেখাছিল রেশম কাপড়েরর উপর এবং সেখানে একটি থলে পাওয়া যায়। যাতে হাল্লাজের পশ্রাব পায়খানা এবং হাল্লাজের রুটির কিছু অংশ ও তার অন্যন্য জিনিসপত্র।[9] মুকতাদীরের পক্ষ থেকে অজীরকে ডাকা হল এবং হাল্লাজের বিষয়টি তদন্ত করার দায়িত্ব দিল। তখন অজীর হাল্লাজের সাথীদের একটি জামাতকে এনে ধমকালো তখন তারা স্বীকার করল যে, হাল্লাজ হল আল্লাহর সাথে আরেক ইলাহ এবং সে মৃতকে জীবিত করতে পারে। এভাবেই তারা হাল্লাজকে উন্মোচন করেছিল। তখন আলী ইবনে ঈসা তাদেরকে প্রত্যাখান করল এবং মিথ্যাবাদী বলে হাল্লাজের ব্যপারে বলল আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই এমন লোক থেকে যে নিজেকে নবী দাবী করেছে এবং ইলাহ ও রব দাবী করেছে।

আমি একজন সালেহ ব্যক্তি বেশী বেশী সালাত ও সাওম আদায়কারী আর শাহাদাতাইনের উপর আমি কোন জিনিস বৃদ্ধি করবনা এবং আলী ইবনে ঈসা পরে অনেক বেশী বেশী আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত। অজীর হামিদ আব্বাস সতর্ক হওয়ার পূর্বে তার এখানে সকলেই প্রবেশ করতে পারত। একজন আসত যার নাম কখনো বলত হুসাইন ইবনে মানসুর আবার কখনো বলত মুহাম্মদ ইবনে আহমদ কায়েমী। আর হেরেমের একজন যার নাম ছিল নাসরাল হাজের। সে মানসুর হাল্লাজের ধোঁকায় পরে গিয়েছিল। সে ধারণা করেছিল যে হাল্লাজ একজন নেককার লোক। অতপর হাল্লাজ এর ব্যপারে খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ জানতে পারলে তাকে গ্রেফতার করে হামিদ ইবনে আব্বাসের কাছে হস্তান্তর করে দেয়। সে

ফির'আউন বলল, 'হে মূসা, তাহলে কে তোমাদের রব'? মূসা বলল, 'আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন'। ফির'আউন বলল, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী'? মূসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিভ্রান্ত হন না এবং ভুলেও যান না'।
আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হক বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

[8] হাল্লাজ চলে গেছে কিন্তু যুগে যুগে তার এই সমস্ত শির্‌কে ধরে রেখেছে তার কিছু ভক্তরা।
যেমনঃ চরমোনাই পীরের

অথচ জীবন দেওয়ার মালিক, মৃত্যু দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,
أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (سورة الأنبياء30)
যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অত:পর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?
এমনকি মক্কার মুশরিকরাও আল্লাহ তায়ালাকে সৃষ্টিকর্তা মানত। এমত অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তিকে জীবিতকারী বিশ্বাস করা অবশ্যই মক্কার মুশরিকদের শিরকের ক্ষেত্রে হার মানিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ.
অর্থ: "যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্, অত:পর তারা কোথায় ফিরে যাচেছ ? (যুখরূফ, ৪৩ : ৮৭)

[9] এজন্যই তার অনুসারীদেরকে দেখা যায় তারা তাদের পীরের ছবিকে হিন্দুদের ন্যায় ভগবানের মত ঘরে লটকিয়ে রাখে, দিনের পর দিন গোসল না করে যাদের শরীর থেকে পঁচা, দুর্ঘদ্য ছড়ায় তাদের গোসল করা পানি নিয়ে হৈচৈ শুরু করে মূর্খমুরীদেরা। আর শিরকের উচু শিখরে আরোহিত বাউল সম্প্রদায়ের জঘন্যতম মতবাদতো এই যে, পীরের বীর্জের মধ্যে আল্লাহ থাকে অতএব পীরের বীর্জ না খাওয়া পর্যন্ত আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। (আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন।)

তাকে জেলে বন্দি করে রাখে। অতপর সকল ফুকাহায়ে কেরাম তার কুফুরির ব্যাপারে ও যিন্দিকের ব্যপারে ফতওয়া দেয় এবং সে একজন যাদুকর। এই ফতোয়ার পর হাল্লাজের সাথীদের মধ্যে থেকে দু'জন ফিরে এসেছিল। একজন হল আবু আলী হারুন ইবনে আব্দুল আজীজ আওরাজী, আরেকজন হল দাব্বাস। তারা দুজনই হাল্লাজের হটকারিতা ও যাদুকরী ও মানুষদেরকে মিথ্যা ও ভেলকীবাজীর দিকে আহবান করত তা খুলে খুলে বলল। হাল্লাজের এই ধেকাবাজীকে আরও স্পষ্ট করার জন্য সুলাইমানের মেয়ে (হাল্লাজের স্ত্রী)কে উপস্থিত করা হল। তখন সে হাল্লাজের আরও অনেক দোষ-ক্রটির কথা বলেন। সে বলল আমি একদিন ঘুমন্ত অবস্থায়, সে আমার উপর বসে বলল নামাজের জন্য উঠ। হাল্লাজের ইচ্ছা হল তার সাথে সহবাস করবে এবং হাল্লাজ তার মেয়েকে নির্দেশ দিল যে, সে যেন হাল্লাজকে সিজদা করে। তখন তার স্ত্রী তাকে বলল মানুষ কি মানুষকে সিজদা করে? তখন হাল্লাজ বলল হ্যাঁ এক ইলাহ আকাশে, আরেক ইলাহ জমীনে।[১০] অতপর সে

---

[10] কুরআনুল কারীম হতে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের (একাত্বের) প্রমাণ স্বরুপ নিন্মে কিছু আয়াত পেশ করা হল,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল-াহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী–পুরুষদের ক্রটি–বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ:১৯)

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা: ১৬৩)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান। (সূরা বাকারা: ২৫৫)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক। (সূরা আলে ইমরান:২)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান: ৬)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আলে ইমরান:১৮)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামতের দিনে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? (সূরা নিসা: ৮৭)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আনআম: ১০২)

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (سورة الأنعام106)

তুমি অনুসরণ কর তার, তোমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে তুমি বিমুখ থাক। (সূরা আনআম: ১০৬)

তাকে নির্দেশ দিল তার আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে যা সম্পদ চাই তা নিতে সে আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে দেখল সেখানে অনেক দিনার দিরহাম।
হাল্লাজকে নিয়ে সর্বশেষ কাজী আবু ওমর মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফকে উপস্থিত করা হল এবং হাল্লাজকে আনা হল এবং হাল্লাজের লিখিত একটি কিতাবও উপস্থিত করা হল। তখন তার কিতাবে একটি লেখা পেল যাতে লিখা আছে যে কোন ব্যক্তি হজ্ব করার ইচ্ছা করল, কিন্তু সামর্থ নেই, তখন সে যেন তার বাড়ীতে একটি ছোট গৃহনির্মান করে যাতে কোন ধরনের নাপাকি থাকবেনা এবং অন্য কেউ যেন সেখানে প্রবেশ না করতে পারে। যখন হজ্বের সময় হবে তখন তিনদিন রোজা রাখবে এবং ঐ ঘরটার চারপাশে তাওয়াফ করবে, যেভাবে কা'বাকে তাওয়াফ করা হয়। অতপর সে যেন হজ্বের কাজগুলো তার ঘরে করতে থাকে। অতপর ত্রিশজন ইয়াতিমকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবে এবং তাদের খেদমত করবে এবং তাদের সকলকে একটি করে জামা পরাবে ও সবাইকে সাত অথবা তিন দিরহাম করে দেবে। হজ্বের জন্য ইচ্ছা পোষণ কারী এমন করলে তার হজ্ব আদায় হয়ে যাবে।[১১] এবং যে ব্যক্তি তিনদিন রোজা রাখবে আর চতুর্থদিন তা ভাঙবে, সে একমাস রমজানের রোজা রাখার সমপরিমান সওয়াব অর্জন করবে।
আর যে ব্যক্তি রাত্রের শুরু থেকে নিয়ে শেষপর্যন্ত দুইরাকাত সালাত (নামাজ) পড়বে। এরপর তার সারা জীবনের নামাজের পরিমান সওয়াব পাবে। আর যারা শহীদদের ও কুরাইশদের কবরের পাশে দশদিন থাকবে, নামাজ পরবে ও রোজা রাখবে, ইফতার করবে একটি রুটি ও লবণ দ্বারা, তাহলে বাকী জীবনে তার ইবাদতের জন্য যথেষ্ট হবে।[১২] তখন কাজী আবু উমর হাল্লাজকে জিজ্ঞেস করল এগুলো তুমি কোথায় পেয়েছ। হাল্লাজ বলল আমি এগুলি হাসান বসরীর ইখলাছ নামক কিতাবে

---

[11] হজ্বের কাজ সম্পাদন করা, তওয়াফ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা বাইতুল্লাহ তথা কাবা শরীফকে নির্ধারণ করেছেন, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর'। আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর'।

[وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج : 26 }

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্র) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য'।

[12] আল্লাহ তায়ালা জ্বীন এবং মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা জারিয়াত: ৫৬) এখন প্রশ্ন হল এইবাদত বান্দা সারা জীবনের জন্য নাকি হাল্লাজের মতবাদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট তরীকা অনুসারে সামান্য আমল করলেই বান্দার জন্য তাতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে, যা বর্তমানে অনেক পীরতন্ত্রের বিশেষ করে দেওয়ানবাগী , শুরশীনা ইত্যাদির মতবাদ যা তারা প্রচার করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই ভ্রান্ত মতবাদকে প্রত্যাখান করে ঘোষণা করেন,

১. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ নবী! আপনি আপনার রবের ইবাদাত কর আপনার ইক্বীন আসা পর্যন্ত। ইবনে কাসীর রহ: বলেন, ইক্বীন হল মৃত্যু, মুসান্নাছে আবি শাইবা সালেম রা: হতে বর্ণণা করেন, আয়াতে ইক্বীন বলে মৃত্যু বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে আরো ইরশাদ করেন, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ঈসা আ: বলেন,) 'আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন'।

পেয়েছি। তখন কাজী আবু উমর বলল হাল্লাজ তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার রক্ত হালাল। আমি হাসান বসরীর কিতাব মক্কায় শুনেছি অথচ তাতে এই জাতীয় কোন কিছু লেখা নেই।

অতপর অজীর কাজীর কাছে আসল এবং বলল সে যে হালানুদ্দাস তাহা কাগজে লিখেদিন। কাজীসাহেব তাহা লিখে দিলে অজীর কাগজটিকে মুক্তাদির কাছে পাঠাল। তখন হাল্লাজ বন্দী অবস্থায়। মুক্তাদিরর এর অনুমোদন দিতে তিনদিন দেরী করল এবং অজীর হামিদ আব্বাসের ব্যপারে খারাপ ধারনা করে বসল। তখন সে খলিফার নিকট একটি চিঠি লিখল যে হাল্লাজের বিষয়টি অনেক প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ। তার ব্যপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। সে অনেক মানুষকে গোমরাহ করেছে। অতপর খলিফার পক্ষ থেকে উত্তর আসল যে হাল্লাজকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সনামাদ জেলার এর কাছে হস্তান্তর কর এবং তাকে একহাজার বেত্রাঘাত করতে বল, যদি হাল্লাজ বেতের আঘাতে মরে যায় তাহলে ত হলই, অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দেবে। অজীর খলিফার এই নির্দেশে খুবই খুশী হল। এবং জেলার কে ডেকে তার হাতে হাল্লাজকে তুলে দেওয়া হল। খতীব বাগদাদী বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান সায়রাকী, আবু ওমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণনা করেন যখন হাল্লাজকে কতল করার জন্য মানুষদের সামনে বের করা হল, তখন মানুষদের প্রচন্ড ভীড় ছিল। তখন আমি হাল্লাজকে দেখে তার নিকটে গেলাম। আর হাল্লাজ তার সাথীদের বলতে ছিল,আমার কতল হওয়াটা তোমাদেরকে যেন চিন্তায় না ফেলে। কারন আমি ত্রিশদিন পর তোমাদের কাছে ফিরে আসব। সে হত্যা হল। কিন্তু ফিরে আসে নাই। খতীব বাগদাদী বলেন, যখন হাল্লাজকে জেলারের কাছে হত্যার জন্য হস্তান্তর করা হল তখন সে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুস সামাদ কে ডেকে বলল যে,আমার কাছে কুসতুনতুনিয়া বিজয় করার একটি নসীহত আছে। তখন সে বলল তা বললেও তোমার হত্যা বন্ধ করা হবেনা। অতপর তাকে একহাজার বেত্রাঘাত করা হল এবং হাত পা কাটা হল ও তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। তার দেহটাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল ও তার ছাইগুলোকে দজলা নদীতে ফেলে দিল। তার কাটা মাথাটাকে ইরাকের ব্রীজের ওপর দুইদিন লটকিয়ে রাখা হয়েছিল।[১৩] হাল্লাজের সাথীরা ত্রিশ দিন গুনতে লাগল হাল্লাজ ফিরে আসে কিনা। কেউ কেউ ধারনা করল যে তারা হাল্লাজকে ত্রিশদিন পর দেখেছে। সে একটি গাধার উপর আরোহিত অবস্থায় নাহরাওয়ানের রাস্তায়। অতপর সে বলল যাতে লোকেরা এ ধারনা না করে যে আমি হত্যা হয়েছি। নিশ্চয় হত্যার সময় অন্য লোককে আমার মত করে দেওয়া হয়েছিল। হাল্লাজের অনুসারীরা তা বলতেছিল যে হাল্লাজের দুশমনকে হত্যা করা হয়েছে। ঐ যুগের উলামাগন বলল তারা সত্যিই দেখেছে শয়তান হাল্লাজের আকৃতি ধারণ করে এসেছিল, যাতে মানুষদেরকে গোমরাহ করতে পারে। যেরকম ভাবে নাসারাদের একটি দলকে গোমরাহ করেছে।

[13] হাল্লাজের ব্যাপারে বর্তমানে তার অনুসারীরা বলে থাকে যে, যখন তাকে হত্যা করা হয়েছে তখন তার রক্ত, দেহের অঙ্গপতঙ্গ ইত্যাদি থেকে নাকি আনাল হক, আনাল হক জিকির হচ্ছিল। (নাউজুবিল্লাহ) এ ভিত্তিহীন ঘটনা কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস তো দূরের কথা কোন জাল, ভিত্তিহীন ইতিহাস গ্রন্থেও তার কোন অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়না।